ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কো. লিমিটেড এবং অন্যান্য

বনাম

হিউন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কো. লিমিটেড এবং অন্যান্য

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮১৪৬)

২১শে আগস্ট, ২০১৮

[প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রা,বিচারপতিদ্বয় এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়]

আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ১ (৪) এবং ধারা ১ (৬)-সালিশ ধারা-উত্তরদাতা নং ৩-এর পরীক্ষা প্রদান করা হয়েছে "উত্তরদাতা দ্বারা গঠিত একটি যৌথ উদ্যোগে (জেভি) সেতুর নকশা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি চুক্তি এবং ২-কাজ শুরু হওয়ার পরে, আবেদনকারী-বীমাকারীর কাছ থেকে পুরো প্রকল্পটি জুড়ে একটি বীমা পলিসি নেওয়া হয়েছিল-নির্মাণের সময়, ঠিকাদারের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল-জেভি দ্বারা আপিলকারীদের কাছে একটি পরিমাণের বিশদ দাবি জমা দেওয়া হয়েছিল-আপিলকারীরা দাবিটি প্রদেয় বলে মনে করেন-পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়-উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ একটি পিটিশন দায়ের করেন-সালিসকারী নিয়োগের জন্য আইনের ১১ (৪) এবং ১১ (৬) ধারা, যা হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল-আপিলে বলা হয়ঃ বীমা পলিসির ৭ নং ধারাটি একটি এফ পূর্বশর্তের সাথে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, যা স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে কোনও পার্থক্য বা বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখযোগ্য হবে না, যদি আবেদনকারীরা পলিসির অধীনে বা তার ক্ষেত্রে তার দায় স্বীকার না করে-সালিশ ধারাটি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এই জাতীয় সালিশ ধারাটি কেবল তখনই সক্রিয় বা প্রজ্জ্বলিত হবে যদি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি পলিসির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং দায়বদ্ধতাটি বীমাকারী দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করা উচিত-অর্থাৎ সালিশ ধারাটি ট্রিগার করার জন্য পূর্বশর্ত এবং অনির্দিষ্ট শর্ত-তথ্যের ভিত্তিতে, আবেদনকারীরা তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং জেভি-তে দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

আপীলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেঃ ১. সালিশের ধারাকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিষয়ের ৭ নং ধারাটি ইচ্ছার একটি শর্তাধীন অভিব্যক্তি। এই ধরনের সালিশের ধারা কেবল তখনই সক্রিয় বা প্রজ্জ্বলিত হবে যখন পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ প্রদানের পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে

পলিসির অধীনে। বীমাকারীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে দায় স্বীকার করতে হবে। এটি সালিশ ধারাটি চালু করার জন্য পূর্বশর্ত এবং অনিবার্য শর্ত। অন্যভাবে বলতে গেলে, সালিশ ধারাটি কেবল তখনই প্রাণবন্ত বা শক্তিশালী হবে যখন বীমাকারী সংশ্লিষ্ট পলিসির অধীনে বা সম্পর্কিত তার দায় স্বীকার বা গ্রহণ করে। এটি ৭ ধারার প্রথম অংশে এবং একই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বীমা সংস্থাটি পলিসির অধীনে বা সম্পর্কিত দায় নিয়ে বিরোধ করে বা গ্রহণ না করে এমন ক্ষেত্রে কোনও সালিশ হতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৩]

২. আপিলকারীরা তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন এবং তাদের কাছে যোগাযোগের সময় জেভি (উত্তরদাতা Nos.l এবং ২)-এর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যোগাযোগে উল্লিখিত কারণগুলি নির্দিষ্ট। উত্তরদাতাদের দ্বারা কোনও আবেদন উত্থাপিত হয়নি যে নীতি বা উল্লিখিত ধারা ৭ বাতিল ছিল। আপিলকারীরা জেভি-র দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বিষয় নীতির অধীনে বা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে তাদের কার্যকারিতা অস্বীকার করেছেন। এটি নীতির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক করার আবেদন ছিল না, যা শুধুমাত্র ধারা ৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং, আপিলকারীদের দ্বারা গৃহীত আবেদনটি জেভি দ্বারা দাবি করা ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে, যা ব্যতিক্রমী বিভাগের মধ্যে পড়ে, যার ফলে সালিশ ধারাটি অকার্যকর এবং প্রয়োগ করা অক্ষম হয়ে পড়ে, যদি না বিদ্যমান থাকে। এটি সালিশের উল্লেখ করার জন্য কার্যকর করা হয় না। অন্য কথায়, আপিলকারীদের আবেদনটি ৭ ধারার প্রথম অংশের অর্থের মধ্যে এবং একই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পুনরায় বর্ণিত ব্যতিক্রমী বিভাগ এবং অ-সালিশযোগ্য বিষয়ে পড়ার বিষয়ে। সুতরাং, প্রশ্নযুক্ত বিরোধটি অযৌক্তিক এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর একটি মামলার প্রতিকার অবলম্বন করা উচিত ছিল।

[অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫]

ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম নরভেরাম পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ৫৩৪ -এর উপর নির্ভর করেছিল।

ডুরো ফেলগুয়েরা, এস. এ. ভি. ভি. গঙ্গাভরম পোর্ট লিমিটেড (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭২৯ ৩; জাম্বো ব্যাগ লিমিটেড বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড ২০১৬ এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড ৯১৪১;

ভলকান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মহারাজ সিং এবং আনার (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ৯৪৩: [১৯৭৬] ২ এস. সি. আর ৬২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

(২০১৭) ৯ এস. সি. সি. ৭২৯	-এ উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১
(২০১৮) ৬ এস. সি. সি. ৫৩৪	-এর উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৭৬] ২ এস. সি. আর. ৬২	-এ উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮-এর দেওয়ানি আপিল নং. ৮১৪৬।

২০১৭ সালের ও. পি. নং ৫৩৭-এ মাদ্রাজের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ৩০.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

পি. পি. মালহোত্রা, শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা, সিনিয়র অ্যাডভান্সেস, মোহিত পল, বিনীত মালহোত্রা, ইয়াসির রউফ, বিশাল গোহরি, অনুগ্রহ নীরজ এক্কা, শুভেন্দু কৌশিক, অনীশ মিত্তল, মিসেস শ্রেয়া শর্মা, মিসেস অনুপমা কৌল, এস রবিশঙ্কর, মিসেস যমুনা নাচিয়ার, মিসেস ভানু কাপুর, অ্যাডভান্সেস।

আদালতের রায়টি বিচারপতি এ. এম. খানউইলকার দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১। এই আপিলের ধাঁধাটি হল ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের বিষয় বীমা পলিসির ৭ নং ধারাটি সালিশের অভিপ্রায়ের দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তি উপস্থাপন করে নাকি ১ গুলি শর্তসাপেক্ষ?মাদ্রাজের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের বিদ্বান একক বিচারক ৩০শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে ও. পি. নং ৫৩৭/২০১৭-এ বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে রায় দিয়েছিলেন যে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৬৬ (সংক্ষেপে, "আইন") সংশোধনের পরে, আইনের ১১ নং ধারায় উপ-ধারা ৬এ সন্নিবেশ করার মাধ্যমে ২৩শে অক্টোবর, ২০১৫ থেকে কার্যকর হয়, আদালতের সীমিত আদেশ হল সালিসি চুক্তির অস্তিত্বের বিষয়টি পরীক্ষা করা। এর বেশি বা কম নয়। বিদ্বান একক বিচারক ডুরো ফেলগুয়েরা, এস. এ. বনাম গঙ্গাভরম পোর্ট লিমিটেড[১] এবং জাম্বো ব্যাগস লিমিটেডের বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড[২] নিজস্ব হাইকোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তে এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আপিলকারীরা অবশ্য এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ওরিয়েন্টাল

১ (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭২৯

২ ২০১৬ এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড ৯১৪১: (২০১৬) ৩ সি. টি. সি ৭৬১: (২০১৬) ২ এল. ডব্লিউ ৭৬৯

বীমা কোম্পানি লিমিটেড বনাম নরভেরাম পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডে[৩], যেখানে এই আদালত বর্তমান মামলার মতো বীমা পলিসির অনুরূপ ধারা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এটি অনুরোধ করা হয় যে বিতর্কিত রায়টি গ্রহণ করা যাবে না এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট স্কিম, ১৯৯৬-এর প্রধান বিচারপতি দ্বারা সালিসকারীদের নিয়োগের নিয়ম ২-এর সাথে পাঠ করা আইনের ১১ (৪) এবং ১১ (৬) ধারার অধীনে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা মূল আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া উচিত ছিল, যাতে এখানে উত্তরদাতাদের দ্বারা মনোনীত সালিসকারীকে একমাত্র সালিসকারী হিসাবে ঘোষণা করা যায়; অথবা উপরন্তু, এখানে আবেদনকারীদের পক্ষে একজন সালিসকারী নিয়োগ করুন যাতে আইনের শর্তাবলী অনুসারে পক্ষগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত সমস্ত বিরোধের বিচার করা যায়।

২. অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তরদাতা নম্বর। এবং ২ একটি যৌথ উদ্যোগ ("জেভি") গঠন করে। উত্তরদাতা নম্বর ৩ ২০০৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর চম্বল নদীর উপর একটি সেতুর নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি চুক্তি প্রদান করে, যা ৪০ মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৭-এ জেভি দ্বারা ৩ নং উত্তরদাতা সাইটটি হস্তান্তর করার পরে শুরু হয়েছিল। কাজ শুরু হওয়ার পরে, ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে একটি ঠিকাদার সমস্ত ঝুঁকি বীমা পলিসি ("সিএআর পলিসি") আবেদনকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, যার মূল্য ছিল।

> "৭। যদি এই নীতির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণ সম্পর্কে কোনও পার্থক্য দেখা দেয় (দায়বদ্ধতা অন্যথায় স্বীকার করা হচ্ছে) তবে এই পার্থক্যটি অন্যান্য সমস্ত প্রশ্ন থেকে স্বাধীনভাবে পক্ষগুলির দ্বারা লিখিতভাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সালিসকারীর সিদ্ধান্তের কাছে উল্লেখ করা হবে, অথবা যদি তারা একমত হতে না পারে একক পি সালিসকারী সালিসকারী হিসাবে দু 'জন নিঃস্বার্থ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের জন্য যাদের মধ্যে একজনকে দু' মাসের মধ্যে প্রতিটি পক্ষ দ্বারা লিখিতভাবে নিয়োগ করা হবে যাতে সময়-সময়ে সংশোধন করা সালিস আইন, ১৯৪০-এর বিধান অনুসারে অন্য পক্ষ দ্বারা লিখিতভাবে করা প্রয়োজন হয় এবং আপাতত বলবৎ থাকলে উভয় পক্ষই নোটিশ প্রাপ্তির দুই ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করতে অস্বীকার করবে বা ব্যর্থ হবে,

৩ (২০১৮) ৬এস. সি. সি ৫৩৪

একজন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে বোঝায় যিনি রেফারেন্সে প্রবেশের আগে লিখিতভাবে তাদের দ্বারা নিযুক্ত/নিযুক্ত হবেন এবং যিনি সালিসকারীদের সাথে বসবেন এবং তাদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

এটি স্পষ্টভাবে সম্মত এবং বোঝা যায় যে, যদি কোম্পানি এই নীতির অধীনে বা তার সাপেক্ষে পি দায়বদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক করে বা গ্রহণ না করে থাকে, তবে পূর্বে প্রদত্ত হিসাবে এখানে কোনও পার্থক্য বা বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখযোগ্য হবে না।

এতদ্বারা এটি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে এই নীতির উপর যে কোনও পদক্ষেপের অধিকার বা মামলার পূর্বশর্ত হবে যে এই ধরনের সালিসকারী, সালিসকারী বা আম্পায়ারের দ্বারা ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণের রায় প্রথমে প্রাপ্ত হবে।

এটি আরও স্পষ্টভাবে সম্মত এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে যদি কোম্পানি এখানে কোন দাবির জন্য বীমাকৃতের কাছে দায় অস্বীকার করে এবং এই ধরনের দাবি অস্বীকার করার তারিখ থেকে ৩ ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে আদালতে মামলার বিষয়বস্তু করা হবে না আইনের, তাহলে দাবিটি সমস্ত ডি উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং তারপরে এখানে পুনরুদ্ধারযোগ্য হবে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩। ২০০৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সেতু নির্মাণের সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে ঠিকাদারের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। জেভি দ্বারা আবেদনকারীদের কাছে ৯৪,৫৪৩/- টাকার একটি বিস্তারিত দাবি জমা দেওয়া হয়েছিল, যার জবাবে আবেদনকারীরা ঠিকাদারের ক্ষতির মূল্যায়ন করার জন্য সার্ভেয়ার এবং লস অ্যাডজাস্টার মিঃ এস অনন্তপদ্মনাভনকে নিয়োগ করেছিলেন। ২০১১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সার্ভেয়ার দ্বারা একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল যাতে ক্ষতির মূল্যায়ন ৩৯,০৯,৯২,৮২৮ টাকা হিসাবে করা হয়েছিল-তবে, এই ফলাফলের সাথে যে ক্ষতিটি প্রকল্পের ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং অনুপযুক্ত সম্পাদনের কারণে হয়েছিল এবং নীতির অধীনে প্রদেয় ছিল না। উল্লিখিত প্রতিবেদন ছাড়াও, দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে, যা ২০১০ সালের ৭ই আগস্ট তার প্রতিবেদন জমা দেয়।

৪। আপীলকারীরা এই উভয় প্রতিবেদনগুলিকে বিবেচনায় নিয়েছিল এবং ২১" এপ্রিল, ২০১১ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে, উত্তরদাতাদের জানিয়েছিল যে JV দ্বারা উত্থাপিত দাবিটি প্রদেয় নয়, এবং সেই অনুযায়ী, প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে৷ উল্লিখিত যোগাযোগ এইভাবে পড়ে :

"ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স লিমিটেড

ডিভিশনাল অফিসঃ ০১০৭০০ পোস্ট বক্স নং ৪৫২৮

প্রথম তল, সিলিঙ্গি বিল্ডিং গ্রাম ইন্দিসেভেন

১৩৪, গ্রিমস রোড ফোনঃ ২৮২৯০৮৪৫/৮৪৬

চেন্নাই-৬০০০০৬ টেলিফ্যাক্সঃ ০৪৪-২৮২৯০৮৪৪

রেফঃ ০১০৭০০/সি এ আর ক্লেইম/২০১১ ২১শে এপ্রিল, ২০১১

প্রাপ্তি স্বীকার সহ নিবন্ধিত পোস্ট

মেসার্স ন্যাশনাল হাইওয়ে অফ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া

১-সি-১০এসএফএস কলোনি

তালওয়ান্দি, কোটা

রাজস্থান-৩২৪০০৫

প্রিয় স্যারস

কাইন্ড অ্যাটনঃ মিঃ কুলূপশ্রেষ্ঠ, প্রজেক্ট ডিরেক্টর

রিঃ ঠিকাদারের সমস্ত ঝুঁকি নীতি নং. ০১১৯০০/৪৪/০৭/ ০৩/৬০০০০০০১ অধীনে দাবি- আমাদের দাবি নং. ০১০৭০৩/৪৪/০৯/০৩/৯০০০০০০৭- রাজস্থানের কোটাতে ক্যাবল স্টেড ব্রিজ ভেঙে পড়া৷

আমরা ২৪.১২.২০০৯-এ নির্মাণাধীন সেতুর অংশ ধসের বিষয়ে আপনার ঠিকাদারের সমস্ত ঝুঁকি নীতির অধীনে আপনার দায়ের করা উপরের দাবিটি উল্লেখ করি।

আপনি জানেন যে এই ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কোম্পানি একজন যথাযথ লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সার্ভেয়ার শ্রী এস অনন্ত পদ্মনাভনকে বীমা আইনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিস্তারিত জরিপের জন্য নিযুক্ত করেছিল। সার্ভেয়ার বিভিন্ন সময়ে সাইটটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিবরণ, তথ্য ও রেকর্ড পাওয়ার সময় আপনার সাথে যোগাযোগ ও যোগাযোগ রেখেছিলেন। আপনার সাথে অনুসন্ধানের পাশাপাশি সার্ভেয়ার সরকার, পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সংগৃহীত প্রতিবেদন সহ তথ্যের জন্য অন্যান্য অনুসন্ধানও করেছিলেন। বিস্তারিত জরিপের পরে, সার্ভেয়ার দাবির বিষয়ে তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন।

সমীক্ষা প্রতিবেদন ছাড়াও, এটি আরও খুঁজে পেয়েছে যে ঘটনাটি ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ কমিটির তদন্তের বিষয় ছিল, যা ৭.৮.২০১০ তারিখের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিল।

আমরা দেখতে পাই যে, এস১-এস১০ অংশ থেকে পার্শ্বীয় স্প্যান পি৩-পি৪,পি৪ পাইলন এবং প্রধান স্প্যান কাঠামোর পতন ঘটেছে যা নদীতে পড়ে গেছে।

রেকর্ডগুলির যত্ন সহকারে অধ্যয়নের পরে দেখা গেছে যে ধসে পড়া অংশটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিযুক্ত নকশার কারণে প্রভাবিত হয়েছিল, ত্রুটিপূর্ণ কারিগরি দক্ষতা এবং প্রকল্পটির সম্পাদনের উপকরণগুলি ছাড়াও।

প্রাসঙ্গিক কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্য করা গেছে-প্রকল্পটি সম্পাদনের সময় এটি দেখা গেছে যে পাইলন পি ৪-এর জংশনটি সবচেয়ে সমালোচনামূলক এবং দুর্বল ছিল যা যথাযথ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সাথে পরিচালনা করতে হয়েছিল। এই জংশনে একটি অস্থিতিশীল ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল, পার্শ্বীয় স্প্যান আর পি ৩-পি ৪-এর স্ল্যাবটি প্রায় ১৫ মিটার কাটা হওয়ার কারণে। পি ৪ জংশন থেকে, যা পাইলনটির টিল্টিংয়ের কারণ হয়েছিল, যার সাথে পি ৩-পি ৪, পি ৩-পি ২ এবং পিয়ার্স পি ৩, পি ৪ এর স্প্যানগুলি টেনে নিয়ে যায়। পি৪-এ বিয়ারিং চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণের মুক্তি প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়নি, যা ব্যাপক ব্যর্থতায় অবদান রেখেছিল। বিভিন্ন পরামর্শদাতাদের মধ্যে সমন্বয় ও পরিকল্পনার অভাব এবং কার্যকরভাবে তদারকি করতে ব্যর্থতা পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের মধ্যে কাজের বরাদ্দের পরিবর্তন হয়েছিল যা কারুকাজের মানের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি ক্ষতিগ্রস্থ পি৪ অবস্থানেও, পিয়ের পি৪ নির্মাণের দায়িত্ব ছিল হুন্ডাই ইঙ্গ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কো-এর। যেখানে দেখা গেছে যে এটি গ্যাটনমন ইন্ডিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

হারিয়ে যাওয়া সময় পূরণের জন্য নির্মাণের ক্রিয়াকলাপের ক্রমেও পরিবর্তন হয়েছিল, যা পি৪-এর স্থিতিশীলতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছিল। এফ তদন্ত কমিটির ফলাফলের সারসংক্ষেপ যে ধসের কারণ হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১) নির্মাণের সময় স্থায়িত্ব ডিভাইসের অনুপস্থিতি, ২) নকশায় ঘাটতি এবং ৩) ত্রুটিপূর্ণ কারিগরিত্ব।

তদন্ত কমিটি আরও বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে

ক) আংশিকভাবে সম্পন্ন কাঠামোর স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা এবং নকশায় ঘাটতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন না করে, কাঠামোর সময় একটি দুর্বল পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য ঠিকাদাররা দায়বদ্ধ।

খ) যেহেতু এগুলির নকশায় ঘাটতি রয়েছে, তাই এর দায়িত্বও রয়েছে।

উপলব্ধ রেকর্ড এবং নথিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং ত্রুটিযুক্ত কারিগরির কারণে ক্ষতি হয়েছে।

আমরা দেখতে পাই যে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কোটা পুলিশ ঠিকাদার/উপ-ঠিকাদারদের বিভিন্ন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল যা উপরের পর্যবেক্ষণগুলিকে সমর্থন করে।

নীতিটি উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ক্ষতির আওতা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে নীতিটি ত্রুটিপূর্ণ নকশা, ত্রুটিপূর্ণ কারিগরিত্ব/উপাদান দ্বারা সৃষ্ট কোনও ক্ষতি/ক্ষতি বিশেষভাবে বাদ দেয়। উপরন্তু, বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং জরিপকারীদের প্রকাশগুলি ইচ্ছাকৃত কাজ/অবহেলার ইঙ্গিত দেয় যার ফলে এই ধরনের কাজ ঘটে।

উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপনাকে জানাতে দুঃখিত যে দাবিটি প্রদেয় নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

বীমাকারীরা উপরের সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে কোনও আরও বা অন্যান্য উপকরণ/শর্তাবলীর উপর নির্ভর করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং উপরের পরিস্থিতিগুলি উপরের সিদ্ধান্তের ভিত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নয়।

আপনাকে বিশ্বস্তভাবে

ধন্যবাদ জানাচ্ছি

এসডি/-

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

অনুলিপি করুনঃ

১) মেসার্স হুন্ডাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড এবং গামন ইন্ডিয়া লিমিটেড, চম্বল ব্রিজ প্রকল্প। তিলম সংঘের পিছনে, রাওয়াত ভাটা রোড, কোটা রাজস্থান-৩২৪০১০।

২) আঞ্চলিক কার্যালয়-কারিগরি-প্রকৌশল বিভাগ।

৩) প্রধান কার্যালয়-কারিগরি-প্রকৌশল বিভাগ./নিয়ন্ত্রণ. এবং প্রধান কার্যালয়ঃ ২৪, হোয়াইটস রোড, চেন্নাই-৬০০ ১১৪।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৫। তবুও জেভি আপিলকারীদের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দাবি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত পুনরায় খোলার এবং পুনরায় মূল্যায়নের জন্য প্রবেশ করে। অবশেষে, আপিলকারীরা উত্তরদাতাদের জানিয়েছিলেন যে এটি ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যাত দাবিটি "পুনর্বিবেচনা" করতে অক্ষম। উক্ত যোগাযোগটি এইভাবে পড়েঃ

"ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস ২৪, হোয়াইটস রোড চেন্নাই

সি. আই. এনঃ ইউ. ৯৩০৯০টি. এন.১৯৩৮জি. ও. আই.০০০১০৮

রেফারেন্সঃ ইউআইআইসি/ইএনজিজি/দাবি/১৭-১৮/০১

তারিখঃ১৭.০৪.২০১৭

কেএঃ শ্রী অনুপম গুপ্ত

প্রকল্প পরিচালক

সরবশ্রী ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া

প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট

এ-৫৭৫, তালওয়ান্দি, কোটা (রাজস্থান)-৩২৪০০৫

বিষয়ঃ গাড়ি বীমা পলিসি

নং ০১১৯০০/৪৪/০৭/০৩/৬০০০০০০১

ঠিকাদারদের দাবির নিষ্পত্তি নং ০১০৭০৩/৪৪/০৯৬/০৩/৯০০০০০০৭।

প্রিয় স্যার,

আমরা আপনার চিঠির উল্লেখ করছি রেফঃ ১৭০১ ১/২৭/২০০৬-কোটা/গাড়ি/আরজে-০৫/৩৯০৯ তারিখ ১৮.০১.২০১৭ এবং ঠিকাদারের চিঠি রেফঃ এইচজেড-৬৭১৮, তারিখ T ০৪.০২.২০১৭ এবং আমাদের অফিস চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী বৈঠক। প্রদত্ত নথিগুলি পর্যালোচনার পরে, আমরা দেখতে পাই যে দাবির সমর্থনে আর কোনও পয়েন্ট উঠে আসেনি।

উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাখ্যাত দাবিটি পুনর্বিবেচনা করতে আমাদের অক্ষমতার জন্য আমরা দুঃখিত।

আপনার বিশ্বস্তভাবে

(ডি. নাগলক্ষ্মন)

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

সিসিঃ কেএঃ শ্রী হেং কোয়ন কাং

দ্য চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার

হুন্ডাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড

চম্বল ব্রিজ প্রজেক্ট, তিলম সংঘ

রাওয়াত ভাটা রোডের পিছনে, কোটা রাজস্থান-৩২৪ ০১০ "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬। একটি সিক্যুয়েল হিসাবে, জেভি তার ২৯শে মে, ২০১৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীদের জানিয়েছিল যে আবেদনকারী এবং জেভির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে এটি ৭ নং সালিশ ধারা আহ্বান করছে যা বীমা পলিসিতে রয়েছে এবং ডঃ ভি. কে. কে আগরওয়াল মনোনীত করেছে এর সালিসকারী হিসাবে । আবেদনকারীদের যোগাযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে একমাত্র সালিসকারীর নাম গ্রহণ করতে বা নিজস্ব সালিসকারী মনোনীত করতেও বলা হয়েছিল। অবশেষে, ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতা মাদ্রাজের হাইকোর্টের আদালতে আইনের ১১ (৪) ও ১১ (৬) ধারার অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করেন।

৭. আবেদনকারীরা উক্ত পিটিশনটির বিরোধিতা করেছিলেন। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে পলিসির বিষয় ধারা ৭-কে একটি পূর্বশর্ত দিয়ে হেজ করা হয়েছে যাতে স্পষ্টভাবে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে কোনও পার্থক্য বা বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখযোগ্য হবে না, যদি আবেদনকারীরা পলিসির অধীনে বা সম্পর্কিত তার দায় স্বীকার না করে। অন্য কথায়, আবেদনকারীদের দ্বারা দাবি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে, বীমাকৃতের প্রতিকার ছিল এই ধরনের দাবির ৩ মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করা। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে আবেদনকারীরা ২১ শে এপ্রিল, ২০১১ তারিখের দায় পত্রটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ১৭ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে আবেদনকারীদের পাঠানো যোগাযোগটি ছিল ২১শে এপ্রিল, ২০১১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ইতিমধ্যে যে প্রত্যাখ্যানের কথা জানানো হয়েছে তার একটি নিছক পুনরাবৃত্তি এবং নিশ্চিতকরণ। এটি বিশেষভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল যে ১৭ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের উক্ত চিঠিটি আবেদনকারীদের দ্বারা অভিযোগ করা সীমাবদ্ধতা গণনা করার উদ্দেশ্যে একটি চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান ছিল (উত্তরদাতা সংখ্যা) এবং ২)। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে উত্থাপিত বিরোধটি নীতির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে একটি নয়, বরং নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া কথিত ক্ষতির সত্যতার উপর ছিল। যার কারণে, সম্মতিতে বিশেষভাবে সালিশের উল্লেখ করা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

৮. আপিলকারীদের দ্বারা গৃহীত অবস্থান সত্ত্বেও, হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক বিতর্কিত রায় দ্বারা উত্তরদাতা নং। & ২ দ্বারা দায়ের করা পিটিশনটি মঞ্জুর করেন এবং মিঃ বিচারপতি পি. জ্যোতিমানি নিযুক্ত করেন,

মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এই বিষয়ে একজন সালিসকারী হিসাবে কাজ করবেন, তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে, প্রধানত ডুরো ফেলগুয়েরা, (উপরে) এবং জাম্বো ব্যাগ লিমিটেড, (উপরে)-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বীমা পলিসির ৭ নং ধারার আকারে সালিশ চুক্তি বিদ্যমান ছিল।

৯. আমরা শুনেছি আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মিঃ পি. পি. মালহোত্রা এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা।

১০. বীমা পলিসির ৭ নং ধারার অনুরূপ ধারাটি ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের (উপরে) এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে বিবেচনার জন্য আসে। গ বিশ্লেষণের পর আইনি নীতি জাম্বো ব্যাগ লিমিটেডের (উপরে) সিদ্ধান্ত সহ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেয়, আদালত নিম্নরূপ মতামত দেয়ঃ

> "২৩। সালিশের ধারা ১s-কে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ধারার যে কোনও অভিব্যক্তি অবশ্যই দ্ব্যর্থহীনভাবে সালিশের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে হবে। এটি কোন পরিস্থিতিতে সালিশের ধারা কার্যকর করা যাবে না সেই অনুমানও স্থাপন করতে পারে। যদি কোনও ধারা শর্ত দেয় যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনও সালিশ হতে পারে না এবং সেগুলি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয় তবে সালিসকারী নিয়োগ সম্পর্কিত বিতর্ককে থামাতে হবে।
>
> ২৪. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ধারা ১৩ স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে বীমাকারী যদি দায়বদ্ধতার বিরোধিতা করে বা গ্রহণ না করে, তবে কোনও পার্থক্য বা বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখ করা হবে না....."
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

জাম্বো ব্যাগ লিমিটেডের (উপরে) ২৮ এবং ৩২ অনুচ্ছেদের পর্যবেক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করার সময় আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> "১৯. আমরা বর্তমানে জাম্বো ব্যাগস লিমিটেডের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। উক্ত মামলায়, প্রধান বিচারপতি পলিসির শর্তাবলীর ১৩ নং ধারাটি ব্যাখ্যা করছিলেন। ভলকান ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেডের কথা উল্লেখ করে তিনি এইভাবে রায় দিয়েছেন (জাম্বো ব্যাগস লিমিটেড মামলা, এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড প্যারা ২৮)
>
> '২৮.....যে বিবাদ সালিশের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়, ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত নয় তা সালিশের বিষয়বস্তুর উপর হতে পারে না

এবং এই ক্ষেত্রে বীমাকৃতের প্রতিকার শুধুমাত্র একটি মামলা দায়ের করার জন্য। '

আবারঃ (এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড প্যারা ৩২)

'৩২। আমি মনে করি যে সালিশ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর জন্য সালিশের প্রতিকার এখানে উপলব্ধ নয়, বিশেষত সালিশের মাধ্যমে বিরোধের বিচারের পদ্ধতি বাদ দিয়ে, যেখানে কোনও দাবি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রতিকারটি কেবল আইন অনুসারে দেওয়ানি মামলা হবে।'

আমরা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত। '

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১১. হাইকোর্ট এবং ডুরো ফেলগুয়েরার (উপরে উল্লিখিত) উত্তরদাতাদের দ্বারা বহুলভাবে নির্ভর করা অন্য সিদ্ধান্তটি কোনও কাজে আসবে না। প্রথমত, কারণ এটি একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত এবং বিষয় বীমা পলিসির ৭ নং ধারার প্রসঙ্গে বর্তমান মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য আদালতকে ডাকা হয়নি। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাটি সংশোধিত বিধানের প্রভাব সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনাধীন বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিবেচনাধীন বিষয়টি সরাসরি ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছে, ভলকান ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেডের বনাম. মহারাজ সিং এবং অন্যান্য[৪] (উপরে উল্লিখিত) বিবৃতির পরে যা, আবার, বীমা পলিসির বিষয় ধারা ৭-এর অনুরূপ ধারা নিয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত। ভালকান ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেডের (উপরে) ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে, আদালত এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ঃ

"১১। যদিও জরিপকারীরা ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬৩ তারিখের চিঠিতে উত্তরদাতা ১-এর দ্বারা কথিত কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন, তবে আবেদনকারী কোনও সময়েই এই ধরনের কোনও বিরোধ উত্থাপন করেননি। আবেদনকারী সংস্থাটি ৫ ও ২৯শে জুলাই, ১৯৬৩ তারিখের চিঠিতে দাবিটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৩ নম্বর ধারার অধীনে কোম্পানিকে দাবি প্রত্যাখ্যানের কোনও কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না বা কোনও উল্লেখও করা হয়নি। তবে দাবি প্রত্যাখ্যান করা উত্তরদাতা ১-এর দ্বারা অভিযুক্ত কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করার সমতুল্য হতে পারে না।

৪ (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ৯৪৩

বীমাকৃত ব্যক্তি এই ভিত্তিতে বীমাকৃত হবেন যে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে বা ক্ষতির পরিমাণ তাঁর দ্বারা দাবি করা পরিমাণের মধ্যে ছিল না, তখনই এবং তখনই ধারা ১৮-এর অর্থের মধ্যে কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনও পার্থক্য দেখা দিতে পারত। তবে, এই ক্ষেত্রে, সংস্থাটি উত্তরদাতার দ্বারা দাবি করা কোনও পরিমাণ ক্ষতি বা ক্ষতি পরিশোধ করার দায়বদ্ধতা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্য কথায়, সংস্থাটি যে কোনও পরিমাণ ক্ষতি পরিশোধ করার দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত। আমাদের মতে, আবেদনকারী সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত বিরোধটি সালিশ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল না।

১২। ধারা ১৩ অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক দাবি প্রত্যাখ্যানের উপর একটি পদক্ষেপ বা মামলা, যার অর্থ ভারতে প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি মামলা প্রকৃতির একটি আইনি কার্যধারা, এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে শুরু করতে হবে; অন্যথায়, পলিসির অধীনে সমস্ত সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা হয়। দাবি প্রত্যাখ্যান ১৩ ধারার প্রথম অংশে নির্দেশিত কারণগুলির জন্য হতে পারে, যেমন, মিথ্যা ঘোষণা, জালিয়াতি বা দাবিদারকে ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা অন্য কোনও কারণে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন না করে দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তত তাড়াতাড়ি দাবিদারদের জন্য কোম্পানির দায়বদ্ধতার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইনি কার্যধারা, অর্থাৎ একটি মামলা শুরু করার একমাত্র প্রতিকার খোলা থাকে। এটি ভাল হতে পারে যে এই ধরনের মামলায় কোম্পানির দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সালিশের রেফারেন্স ধারা ১৮ অনুসারে অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু সালিশ ধারাটি, 'যদি কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনও পার্থক্য দেখা দেয়' এই শব্দগুলির ব্যবহারের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, যখন এটি কোনও ক্ষতি দিতে অস্বীকার করে তখন কোম্পানির দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিতর্ককে তার সম্পূর্ণতার মধ্যে নিতে পারে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আবার ২২ অনুচ্ছেদে, প্রাসঙ্গিক বিচারিক নজিরগুলি বিশ্লেষণ করার পরে, আদালত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ

"২২. দুটি মামলা স্পষ্টভাবে আইনের দুটি স্বতন্ত্র পরিস্থিতি বহন করে। স্কট এন. অ্যাভেরির মতো একটি ধারা যে কোনও নিষিদ্ধ করে

সালিশ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত কোনও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যদি ব্যবস্থা বা মামলা শুরু করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে যদি একেবারে শুরুতে এমন কোনও বিরোধ উত্থাপিত হয় যা ধারাটির আওতায় নেই বলে সালিশ হিসাবে উল্লেখ করা যায় না, তবে স্কট বনাম অ্যাভেরি ধারাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং সালিশ ধারার বাইরে থাকা বিরোধের আইনি পদক্ষেপ বা মামলা নির্ধারণের পক্ষে বাধা হিসাবে আবেদন করা যায় না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩। কর্তৃপক্ষের লাইন থেকে, এটা স্পষ্ট যে সালিশ ধারাটি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিষয় ধারা ৭ যা ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (উপরে)-এর তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা বিবেচিত পলিসির ধারা ১৩-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শর্তসাপেক্ষ অভিপ্রায় প্রকাশ করে। এই ধরনের সালিশ ধারা সক্রিয় বা জ্বলে উঠবে যদি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ পলিসির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বীমাকারীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে হবে। এটি সালিশ ধারাটি চালু করার জন্য পূর্বশর্ত এবং অনির্দিষ্ট শর্ত। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি সালিসি ধারা কেবল তখনই প্রাণবন্ত বা শক্তিশালী হবে যখন বীমাকারী সংশ্লিষ্ট পলিসির অধীনে বা তার ক্ষেত্রে তার দায় স্বীকার বা গ্রহণ করে। এটি ধারা ৭-এর প্রথম অংশে এবং একই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে "(দায় অন্যথায় স্বীকার করা হচ্ছে)"। এটি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে শক্তিশালী এবং পুনরায় বর্ণিত হয়েছেঃ

"এটি স্পষ্টভাবে সম্মত এবং বোঝা যায় যে কোনও পার্থক্য বা বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখযোগ্য হবে না, যদি সংস্থাটি এই নীতির অধীনে বা সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক করে বা গ্রহণ না করে।"

এইভাবে বোঝা যায়, বীমা সংস্থাটি পলিসির অধীনে বা সম্পর্কিত দায় স্বীকার করে না বা বিরোধ করে এমন ক্ষেত্রে কোনও সালিশ হতে পারে না।

১৪. মূল সমস্যাটি হল, ২১শে এপ্রিল, ২০১১-এ পাঠানো চিঠিপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান এবং দায় অস্বীকারের ব্যতিক্রম বিভাগে পড়ে কিনা বা বীমাকারীর দ্বারা পলিসির অধীনে বা তার সাপেক্ষে দায়বদ্ধতার গ্রহণযোগ্যতার প্রভাব রয়েছে কিনা এবং কোয়ান্টাম-এর বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে কিনা।

উচ্চ আদালত এই দিকটি পরীক্ষা করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি। এটি কেবল পলিসির ৭ নং ধারাটি পুনরুত্পাদন করেছে এবং ডুরো ফেলগুয়েরার (উপরে) উক্তিটির প্রসঙ্গে বলেছে যে আদালত এই বিষয়ে অন্য কোনও তদন্ত করতে পারে না। এটি উক্ত সিদ্ধান্ত এবং সংশোধিত বিধানের ভুল পাঠ এবং বিশেষত, ভলকান ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (উপরে) এবং ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (উপরে)-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের ভুল প্রয়োগ।

১৫। ২১শে এপ্রিল, ২০১১ তারিখের যোগাযোগে ফিরে এসে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে কোনও দ্বিধা নেই যে আপিলকারীরা তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন এবং যোগাযোগে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য জেভি (উত্তরদাতা নম্বর ১ ও ২)-এর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণগুলি নির্দিষ্ট। উত্তরদাতাদের দ্বারা কোনও আবেদন উত্থাপিত হয়নি যে নীতি বা উল্লিখিত ধারা ৭ বাতিল ছিল। আপিলকারীরা জেভি-র দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বিষয় নীতির অধীনে বা তার ক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করেছিলেন। নীতির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক করার আবেদন ছিল না, যা শুধুমাত্র ৭ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। অতএব, আপিলকারীদের দ্বারা গৃহীত আবেদনটি জেভি দ্বারা দাবি করা ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়বদ্ধতার অস্বীকার, যা ব্যতিক্রম বিভাগে পড়ে, যার ফলে সালিশ ধারাটি অকার্যকর এবং প্রয়োগ করা অক্ষম হয়ে পড়ে, যদি না বিদ্যমান থাকে। এটি সালিশের উল্লেখ করার জন্য কার্যকর করা হয় না। অন্য কথায়, আপিলকারীদের আবেদনটি ৭ নং ধারার প্রারম্ভিক অংশের অর্থের মধ্যে এবং একই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পুনরায় বর্ণিত একটি ব্যতিক্রমী বিভাগ এবং অ-সালিশযোগ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

১৬. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্নযুক্ত বিরোধটি নির্বিচারে এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর একটি মামলার প্রতিকারের আশ্রয় নেওয়া উচিত ছিল। ১৭ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীদের দ্বারা প্রকাশিত চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর আবেদনটি কোনও কাজে আসবে না। তবে, মামলাটি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপের কারণ হিসাবে সেই তথ্যটি নেওয়া যেতে পারে কিনা তা এমন একটি বিষয় যা সেই কার্যধারাগুলিতে বিতর্ক করা যেতে পারে। আমরা যে কোনও উপায়ে কোনও মতামত প্রকাশ করেছি বলে বোঝা যায় না।

১৭। তদনুসারে, আমরা এই আপিলটি অনুমোদন করি এবং বিতর্কিত রায় ও আদেশটি বাতিল করে দিই এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে উত্তরদাতা নম্বর ১ & ২ দ্বারা দায়ের করা মূল পিটিশনটি আরও খারিজ করে দিই,

উক্ত উত্তরদাতাদের তাদের অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য একটি দেওয়ানি মামলার আশ্রয় নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে, যদি পরামর্শ দেওয়া হয়। উক্ত কার্যধারায় যে বিষয়গুলির উত্তর দেওয়া হবে সেগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা কোনও মতামত প্রকাশ করছি না।

১৮। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই পূর্বোক্ত শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu